দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 28 APR 1993
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

৬০ হাজার শিশু শিক্ষা লাভে বঞ্চিত

অধিকাংশ শ্রম বিক্রি করিতেছে

যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষকের অভাব, সরকারী সুযোগ সুবিধার অভাবে সাতক্ষীরা জেলা ও ভৈরব থানার ৬০ সহস্র শিশুর শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত রহিয়াছে। ইত্যবসরে শিশু শ্রমিক ও ভিক্ষুকের সংখ্যাধিক্য ঘটিয়াছে। খবর ইত্তেফাক সংবাদদাতাদের।

সাতক্ষীরা ॥ প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিদ্যালয়, শিক্ষক স্বল্পতা, আর্থিক অনটন, বিদ্যালয় ভবনের জরাজীর্ণতা, শিক্ষা উপকরণ, আসবাবপত্রের অভাব, শিক্ষার প্রতি অসচেতনতা, অভিভাবকদের অস্বচ্ছলতার কারণে জেলার ৫০ সহস্রাধিক শিশু লেখা-পড়ার সুযোগ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে।

স্কুলছাড়া সংখ্যাও পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে।

চলতি বৎসর ১লা জানুয়ারী হইতে দেশের ৬৪টি সদর থানায় সরকার ঘোষিত বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী অনুযায়ী সাতক্ষীরা জেলায় সদর থানার ১৪টি ইউনিয়নে ও পৌরসভার ৫টি ওয়ার্ডে এই শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়। জরিপে দেখা যায়, সাতটি থানায় প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের উপযোগী শিশুর সংখ্যা দুই লক্ষাধিক। উহাদের দেড় লক্ষের মত শিশু বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে, বাকী ৫০,০০০ শিশু শিক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইতেছে। সরকারী জরিপে জানা যায়, ৪ হাজার ছাত্র-ছাত্রী স্কুলে ভর্তি হয় নাই, যাহারা স্কুলে ভর্তি হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে অনেক ছাত্র-ছাত্রী স্কুলে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে। তাহাদের সংখ্যা সরকারী তরফ হইতে নির্ধারণ করা হয় নাই।

অন্যদিকে স্কুলগৃহের অভাবে বহু স্কুল গাছতলায় অথবা পরি-

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

৬০ হাজার শিশু

(৩য় পৃঃ পর)

ত্যক্ত ঘরে বসে।

থানা পর্যায়ে দেখা যায়, শ্যামনগর থানার ১০টি বিদ্যালয়ের, আশাশুনি থানার ৮টি বিদ্যালয়ের, তালা থানার ১০টি বিদ্যালয় গৃহ বিধ্বস্ত দীর্ঘকাল যাবৎ। ধসিয়া পড়ার ভয়ে তালার ৮টি, শ্যামনগরের ১০টি, কলারোয়ার ৫টি, আশাশুনির ৮টি বিদ্যালয় গৃহে বসিয়া ছাত্র-ছাত্রীরা লেখা-পড়া করিতে পারে না।

ভৈরব : প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক এবং ২ হাজার সালের মধ্যে সকলের জন্য শিক্ষা কর্মসূচী ঘোষিত হইলেও সঠিক পরিবেশের অভাব ও অর্থনৈতিক দৈন্যতার কারণে ভৈরব থানার বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী প্রায় ১০ হাজার ছেলেমেয়ে শ্রমিক ও ভিক্ষুক হিসাবে জীবন যাপন করিতেছে।

বেসরকারী এক পরিসংখ্যানে জানা যায়, থানার ৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষকই দায়সারা গোছের হাজিরা দেন। ফলে অশিক্ষিত অভিভাবকদের চেতনা বাড়ে নাই। পারিবারিক ও আর্থিক দৈন্যদশা, অভিভাবক ও সামাজিক সচেতনতার অভাবে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী প্রায় ১০ হাজার ছেলেমেয়ে বিদ্যালয়ে না যাইয়া হোটেল-রেস্তোরাঁয় কাজ, পান-বিড়ির দোকান, হাট-বাজার, রেলষ্টেশনে পানি বিক্রয়সহ হরেক রকম ফেরি, ক্ষেতমজুর ও ইট-পাথর ভাঙ্গার কাজে নিয়োজিত রহিয়াছে। অনেকে আবার ভিক্ষার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করিতেছে।

এদিকে থানা শিক্ষা অফিস বিদ্যালয় গমনোপযোগী ছেলে-মেয়ের সংখ্যা ১৭ হাজার ৩ শত ৩৫ জন জানাইলেও আসলে বেসরকারী হিসাবে ২৫ হাজারের অধিক হইবে।